যুগান্তর

তারিখ 12 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাবি'র ১৪৫ কোটি টাকার বাজেট

২৬ জুন সিনেট অধিবেশনে পেশ করা হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশন ২৬ জুন। দু'দিনব্যাপী এ অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য ১৪৫ কোটি ৮৫ লাখ টাকার বাজেট পেশ করা হবে। বাজেটের সিংহভাগ আয়ই পাওয়া যাবে সরকারি অনুদান থেকে। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ কোটি টাকা, যা গতবছরের চেয়ে ৩ কোটি বেশি। বাজেটে ২ কোটি ৪০ লাখ টাকা ঘাটতি থাকছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মৈয়ন আবুল কালাম আজাদ বাজেট পেশ করবেন। তিনি যুগান্তরকে জানান, অভ্যন্তরীণ আয় বাড়ানোর টার্গেট থাকলেও তার চাপ শিক্ষার্থীদের ওপর পড়বে না। খসড়া বাজেট ফাইন্যান্স কমিটি হয়ে সিন্ডিকেটে চূড়ান্ত হবে।

গত বছর অভ্যন্তরীণ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ আয় ১৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা করা হয়। বাড়তি আয় সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ছাত্র বেতন না বাড়লেও মার্টিফিকেট, মার্কশিট, ট্রান্সক্রিপ্টসহ বিভিন্ন ফি বাড়ানো হয়েছে। একটি সূত্র জানায়, কেন্দ্রীয় এ বাজেটে বিভিন্ন হল, বিভাগ, অনুষদ ও ইন্সটিটিউটের আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এসব আয় সবসময়ই হিসাবের বাইরে রাখা হয়। প্রতিবছর এসব ফি লাগামহীনভাবে বাড়ানো হচ্ছে বলে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ।

অধিবেশনে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের সংশোধিত বাজেটও পেশ করা হবে বলে জানা গেছে। গত বছরের বাজেটে সরকারের দেয়ার কথা ছিল ১১৪ কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত ১১৯ কোটি ২০ লাখ টাকা দিয়েছে সরকার। অভ্যন্তরীণ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১২ কোটি টাকা থাকলেও আদায় হয়েছে ১৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা। বিগত বছরের ১২৬ কোটি টাকার ঘোষণা থাকলেও সংশোধিত বাজেট দাঁড়িয়েছে ১৩৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষকদের সম্মানী ও ভাতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সংশোধিত বাজেটে ৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয় বেশি হয়েছে। এছাড়া বেতন ও পেনশন খাতে ব্যয়বৃদ্ধিও এই বাড়তি ব্যয়ের কারণ।

সূত্র জানায়, বেতন-ভাতা, পেনশন ও সাধারণ কার্যক্রমে এবার বরাদ্দ বাড়ানো হলেও শিক্ষা খাতে বাড়ছে না। আগামী বছরের জন্য ১৪৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার বাজেটের মধ্যে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে কম ১৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব থাকছে। গত বছর এ খাতের সংশোধিত ব্যয় হচ্ছে ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকা। ৯৫ কোটি টাকাই শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয়ের প্রস্তাব করা হবে। পেনশন খাতে ব্যয় হবে ২১ কোটি ৬৫ লাখ এবং সাধারণ কার্যক্রমে ১৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা। গত বছর বেতন-ভাতা খাতে ৮৯ কোটি ৭৫ লাখ, পেনশনে ১৯ কোটি, সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে ১৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। গত বছরের বাজেটেও ২ কোটি টাকা ঘাটতি ছিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকার অভ্যন্তরীণ আয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সরকারি বরাদ্দ এবং অভ্যন্তরীণ আয় মিলিয়ে এর মধ্যেই ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে ইউজিসির নির্দেশনা রয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, কেমিক্যাল, ইকুইপমেন্টসহ অন্যান্য দ্রব্যের দামবৃদ্ধি সত্ত্বেও বাজেটে সরকারি প্রত্যাশার প্রতিফলন থাকবে। তবে সিন্ডিকেট ঘাটতি বাজেট অনুমোদন করবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে ওই সূত্র জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রস্তাবিত বাজেট আগামীকালের ফাইন্যান্স কমিটির সভায় পেশ করা হবে। এরপর তা সিন্ডিকেট অনুমোদন করবে। চূড়ান্তভাবে সিনেটে পেশ করার পর তা পাস হবে।

২৬ জুন বিকাল ৩টায় নবনির্মিত নওয়াব আব্দুল চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হবে এই বাজেট অধিবেশন। প্রথম দিন মুলতবি হয়ে পরের দিন বিকাল ৩টায় আবার শুরু হবে অধিবেশন।